দেশের জন্য সাফল্য ও স্বীকৃতি নিয়ে এলো যারা

২
০
০
২

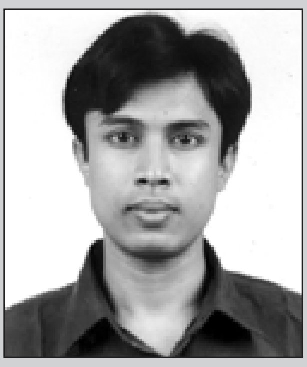
রাসেল আহমেদ অপু

জহিরুল ইসলাম শরীফ

আদনান এম লুৎফুল করিম

আশিক নুন

অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০০২ সালের সাফল্য ও স্বীকৃতি কিছুটা বেশিই। কেননা এই বছর একাধিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি একাধিক তরুণ প্রোগ্রামার গেম তৈরীর মাধ্যমে দেশে গেম তৈরীর একটি ধারা প্রচলন করেছে। সেই সাথে আন্তর্জাতিকভাবে থ্রিডি গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় উপমহাদেশের প্রথম বিচারক হিসেবে বাংলাদেশী তরুণের নির্বাচিত হওয়া ২০০২ সালে আমাদের বড় পাওয়া। ২০০২ সালের এসব প্রতিভাদের নিয়ে আমাদের আয়োজন।

আন্তর্জাতিক ডিজাইন প্রতিযোগিতার শীর্ষে জহিরুল ইসলাম শরীফ

মাত্র ১৭ বছর বয়সে জহিরুল ইসলাম শরীফ ইন্টারনেটে 3dluvr.com আয়োজিত থ্রিডি গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রতিযোগিতায় 'মাই লিটিল ওশন' শীর্ষক গ্রাফিক্সটি জমা দিয়ে ১১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করে। ২০০১ সালে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করার পাশাপাশি ১৯৯৯ সালে মাইক্রোল্যান্ড থেকে ও-লেভেলের কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টিও সম্পন্ন করে সে।

২০০২ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে এ-লেভেলের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ হবার পর এ বছর গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে এ লেভেল সম্পন্ন করার প্রতীক্ষায় আছে জহিরুল। এছাড়াও ২০০০ সালে আলিয়ঁস ফ্রাঁসেস আয়োজিত জাতীয় গ্রাফিক্স ও এনিমেশন শো'তে তার স্পেস শিপের ডিজাইন পুরস্কৃত হয়। সেই একই বছর নটরডেম কম্পিউটার ক্লাব আয়োজিত চতুথ নটরডেম কম্পিউটার উৎসবে 'কর্সের'-এর প্রচ্ছদ ডিজাইন করে ১ম পুরস্কার পায় জহিরুল।

বাংলাদেশের প্রথম গেম ইঞ্জিন কোড আলফা

বাংলাদেশে গেম তৈরীতে অনেকে এগিয়ে আসলেও প্রথম গেম ইঞ্জিন তৈরীর কৃতিত্ব এককভাবে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাসেল আহমেদ অপুর।

রাসেল আহমেদ অপু

১৯৯৫ সালে মতিঝিল গভঃ বয়েজ হাইস্কুল থেকে এসএসসি ও ১৯৯৭ সালে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে অপু ভর্তি হয়েছিল নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে অপু। ৩.৯২ সিজিপিএ নিয়ে ২০০১ সালে কম্পিউটার বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে অপু।

বর্তমানে অপু নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল টাইম টিচিং এসিস্টেন্ট হিসেবে কর্মরত। কাজের বেলায় অত্যন্ত কড়া অপ অসংখ্য সফটওয়্যারে ডেভেলপ করেছে। ১৯৯৫ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি আয়োজিত জাতীয়ভিত্তিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান মেলায় সফটওয়্যার প্রদর্শন করে প্রথম স্থান অধিকার করে অপু।

তার ছেলেবেলায় তৈরী ডসভিত্তিক বাংলা কম্পিউটার ঘড়ি আলোড়ন তুলেছিল বেশ। তাছাড়া কাইনেটিক মোশন সিমুলেটর, অটোমেটিক ক্যালেন্ডার, হাইটেক ডিভাইস কন্ট্রোল সিস্টেম, প্রোগ্রাম ট্রাকার, রে-ট্রেসিং, ট্রানজ্যাকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার পে-রোল সফটওয়্যার ইত্যাদি।

এসি এম প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের বিচারক শাহরিয়ার মনজুর সুমিত

এই প্রথমবারের মত বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এসিএমআইসিপিসি'র চূড়ান্ত পর্বের ১০ জন বিচারকের একজন হিসেবে বিবেচিত হলেন বাংলাদেশী প্রোগ্রামার শাহরিয়ার মনজুর সুমিত। সুমিত শুধু বাংলাদেশ থেকেই নয়– বরং এই উপমহাদেশ থেকেই নির্বাচিত প্রথম বিচারক। তিনি বুয়েটের কম্পিউটার কৌশল বিভাগের ছাত্র থাকা অবস্থায় ইন্টারনেটে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় একাধিক সময়ে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন।

সেখানে তিনি মোট ৫০০ টিরও বেশি সমস্যার সমাধান করেন। এছাড়া জাতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০০২-এও তার দল তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ সময় তিনি অংশগ্রহণের পাশাপাশি নিজের তৈরী বেশকিছু সমস্যা তাদের কাছে পাঠান– যা তাকে বিচারক হবার যোগ্যতা দিয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে তার কিছু গবেষণাও রয়েছে। এর মধ্যে 'কমন মিসটেক ইন অন লাইন এন্ড রিয়েল টাইম প্রোগ্রামিং কনটেস্ট' এসিএম-এর ৭-৫ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তার 'সলভিং প্রবলেমস অন কনটেস্ট এন্ড ইন্টারনেট' নামে একটি প্রবন্ধ ভ্যালাদোলিদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'অনলাইন জাজ' নামের প্রতিযোগিতায় পাঠ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে তিনি সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত।

প্রথম বাংলাদেশী থ্রিডি রেসিং
গেম ঢাকা রেসিং

নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তরুণ তৈরী করেছে দেশের প্রথম থ্রিডি গেম ঢাকা রেসিং। এই গেমটি ইতিমধ্যেই যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা দেখা গেছে সিটি আইটি ২০০২-এর মেলায়। সাফল্যের পেছনে ছিল আদনান এম লুৎফুল করিম ও আশিক নুন।

আদনান এম লুৎফুল করিম

গেমটির প্রোগ্রামিং এবং থ্রিডি মাউন্ট ও স্পেশাল ইফেক্টের দায়িত্বে ছিলেন আদনান। কক্সবাজারের মহেশখালীর ছেলে আদনান কম্পিউটারের সাথে পরিচিত ক্লাস সেভেন থেকেই। তখন তিনি ডিবেজ আর ডস কমান্ড ছাড়া তেমন কিছুই জানতেন না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পরই তিনি পরিচিত হন প্রোগ্রামিংয়ের সাথে। তিনি ঢাকার সেন্ট জোসেফ স্কুল থেকে এসএসসি ও নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ভর্তি হন নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা রেসিং ছাড়াও তার তৈরী অন্যান্য সফটওয়্যারের মধ্যে 'এনভায়রনমেন্টাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' রয়েছে– যেটি তিনি E-Comac Ltd. এর পক্ষ থেকে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জন্য তৈরী করেছেন।

আশিক নুন

তিনি ঢাকা রেসিংয়ের ওয়ার্ল্ড ডিজাইন, গ্রাফিক্স ও এনিমেশনের কাজগুলো করছেন।

তিনি ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল থেকে এসএসসি ও ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ভর্তি হয়েছিলেন নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আশিক ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে। বাংলা একাডেমী ও শিশু একাডেমী আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় তিনি বেশ কয়েকবার পুরস্কার জেতেন। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজিত নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠান ও মিতসুবিশি ইমপ্রেশন গ্যালারি ফেস্টিভ্যাল অফ এশিয়ান চিলড্রেনস আর্টস-এও তার নির্বাচিত হবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন গ্রাফিক্স ও এনিমেশন সফটওয়্যারে পারদর্শী– যা তার কাজকে গতিশীল করে।

অনলাইন কম্পিউটার
প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার
শীর্ষে সাজ্জাদ

স্পেনের ভ্যালোডোলিও ইউনির্ভাসিটি আয়োজিত বিশ্বব্যাপী অনলাইন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অর্জন করে ২০০২ সালে যিনি বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত করেছেন, তিনি হলেন তরুণ প্রোগ্রামার মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ লেভেল-এর ছাত্র সাজ্জাদ এ পর্যন্ত ইন্টারনেটে প্রদত্ত ৬৭৩টি প্রোগ্রামিং সমস্যার সঠিক সমাধান দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বিশ্বজুড়ে শতাধিক দেশের কয়েক হাজার প্রতিযোগী নিয়মিত এই অনলাইন প্রোগ্রামিং কনটেস্টে অংশ নিয়ে থাকেন। এছাড়াও সাজ্জাদ ও তার টিম অক্টোবরে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং কনটেস্টেও প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

❑ গ্রন্থনাঃ মোঃ মারুফ হোসেন